আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে জামায়াত প্রার্থীর মতবিনিময়

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা ১আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে আলমডাঙ্গা শহরের হ্যামলেট ক্যাফে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এ সময় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন।

এসময় তিনি নির্বাচিত হলে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নই তার রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও আলমডাঙ্গা স্টেশনের ওভারব্রিজ নির্মান, মা ও শিশু হসপিটাল নির্মান, কৃষকদের বিনাসুদে ঋণ দেওয়াসহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি এলাকার অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসন নির্বাচন বিভাগের পরিচালক শেখ নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু, জেলা আইন আদালত সম্পাদক সাবেক নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান দারুস সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমির প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, আলমডাঙ্গা পৌর আমির মাহের আলী, উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিনসহ প্রমুখ।

সভা শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। নির্বাচনে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সাংবাদিকদের সহোযোগিতা চাওয়ার পাশাপাশি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।মতবিনিময় সভায় আলমডাঙ্গার ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার বিভিন্ন সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে জামায়াত প্রার্থীর মতবিনিময়

হাট-ঘাট, বিল-বাঁওড় দখল করে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদশালী হওয়ার রাজনীতি আমরা করি না এবং করিওনি। আমরা চাই একটি দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়তে, যেখানে সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হবে” এমন মন্তব্য করেছেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও আইনজীবী রুহুল আমিন।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল আমিন বলেন, আপনাদের চাওয়া আর আমার চাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যখন দুই পক্ষের লক্ষ্য এক হয়, তখন সফলতা আসবেই ইনশাল্লাহ। আমরা দেশ থেকে দালালমুক্ত রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। দালালনির্ভর ও লুটপাটনির্ভর রাজনীতি বন্ধ করা জরুরি। জনগণের ভোটাধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের প্রধান অঙ্গীকার।

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছরে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় প্রকৃত কোনো টেকসই উন্নয়ন হয়নি। হয়েছে ব্যক্তি উন্নয়ন। কেউ কেউ সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে খেয়ে রাজপ্রাসাদ গড়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

একটি প্রবাদ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঘটি-বাটি পরে গাধা হাসে যারা নিজেরাই ব্যর্থ, তারাই আজ বড় বড় উন্নয়নের কথা বলে। জনগণ এখন সচেতন, তারা আর প্রতারণায় বিশ্বাস করবে না।

রুহুল আমিন বলেন, আমরা ক্ষমতার রাজনীতি নয়, সেবার রাজনীতি করতে চাই। ন্যায়বিচার, সততা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে মানবিক সমাজ গড়াই জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য।

মতবিনিময় সভায় জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর হাফিজুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু, জাহিদুল ইসলামসহ দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় সাংবাদিকদের সঙ্গে জামায়াত প্রার্থীর মতবিনিময়

দামুড়হুদায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ প্রচারণার সূচনা উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী রুহুল আমীনের সঙ্গে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় প্রেসক্লাবের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর রুহুল আমীন। তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় রুহুল আমীন বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতির বিষয়ে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের কল্যাণে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জীবননগরে স্থলবন্দর বাস্তবায়ন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে তিনি কাজ করতে চান।

তিনি আরও বলেন, জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা

অনস্বীকার্য। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে নির্বাচনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাংবাদিকদের নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান। নির্বাচিত হলে তিনি এলাকার শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নৈতিকতা ও সামাজিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবেন বলেও জানান। পাশাপাশি দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত সমাজ গঠনে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত সাংবাদিকরা বিভিন্ন সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়, নির্বাচনী পরিবেশ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করেন। এ সময় প্রার্থী রুহুল আমীন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিন সূরা সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাবেক জেলা আমীর আনারুল হক মানিক, জেলা নায়েবে আমীর আজিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা আমীর নায়েব আলী, সেক্রেটারি আবেদ উদদৌলা টিটন, সহকারী সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম জিয়া, সদর ইউনিয়ন আমীর আবুল কাশেম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশের সংস্কার চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর বিকল্প নেই

অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেছেন, গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে যাওয়া। ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোটের প্রচার এবং ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গণভোটের বিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষতার জায়গা নেই। হয়

আমি গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে, এই ছেলেমেয়েদের পক্ষে, জুলাই শহিদদের পক্ষে, হয় আমি হাদির পক্ষে, হয় আমি নতুন বাংলাদেশ চাই, অথবা চাই না। আমার দেশে এরকম কিছু মানুষ আছে হয়তো, যারা বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিমের উপকারভোগী; তারা হয়তো গণভোটে ‘না’-এর পক্ষে। তারা মূলত পরিবর্তনটা চায় না। তারা নতুন বাংলাদেশ চায় না।

উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেন, এই গণভোটের মাধ্যমে আপামর সাধারণ জনগণ যদি ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে সংস্কারের দ্বার খুলে যাবে। আমরা গণঅভ্যুত্থানের সরকার। কাজেই আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা গণভোটের পক্ষে, ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষেই আমাদের অবস্থান। আমরা চাইছি, মানুষ বুঝুক গণভোট কেন তাদের জন্য দরকার। বুঝে-শুনে তারা ‘হ্যাঁ’ এর কাছেই আসুক।

এর আগে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোট ও নির্বাচনে জনমত গঠন শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সভাপতিত্বে সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, সুবীর কুমার দাশ, নির্মল কান্তি তালুকদারসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গণভোট সম্পর্কে জনগণকে জানাতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, গণভোটের প্রচার-প্রচারণা বিষয়ে লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রচার, মাইকিং, ব্যানার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন সভা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। গণভোট আসলে কী; তা আমাদের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, জুমার দিনে প্রতিটি মসজিদে গণভোট বিষয়ে প্রচার চালানো যেতে পারে। সামনে বেশ কয়েকটি শুক্রবার রয়েছে। জেলা

পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা যদি জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে জনগণকে গণভোট বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে তা একটি ভালো উদ্যোগ হবে বলে আমি মনে করি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গণভোটের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, স্থানীয় চ্যানেলে প্রচারের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও তৈরি করে জেলা তথ্য অফিসে প্রদান করা হবে। এরপর ইউনিয়নভিত্তিক প্রচার-প্রচারণা শুরু করা হবে, যেহেতু প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রশাসক রয়েছেন। পাশাপাশি শহরের সকল সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে প্রত্যেকটি গ্রামের হাটের দিনে হাটে গিয়ে গণভোটের প্রচার চালানো হবে।

এছাড়াও সকল সরকারি অফিসের নিজস্ব ফেসবুক পেজে প্রচারের জন্য রিলস ভিডিও তৈরি করে গণভোট বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানোর কথা জানান তিনি।

স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক খাতুনে জান্নাতের সঞ্চালনায় এসময় আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা গণভোটকে সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা, সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে গণভোট কী, কীভাবে ভোট দিতে হবে তা উপস্থাপন করা হয়।

দর্শনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে জামায়াতের জেলা আমীরের মতবিনিময়

দর্শনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে জামায়াতের জেলা আমীর রুহুল আমিন বলেছেন, আমরা রাজনৈতিক কালচারালের পরিবর্তন করতে চাই। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই।

গতকাল শনিবার দুপুরে দর্শনার পুরাতন বাজারে অবস্থিত লিটিল এনজেল কেজি স্কুলে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামায়াতের দর্শনা পৌর শাখার আমীর সাহিকুল আলম অপুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় আসলে

ছেলে ও মেয়েদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। অবহেলিত জেলায় শিক্ষার মান বাড়াতে চাই। তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা থেকে মুক্তি যোদ্ধা শুরু হয়েছিল। আজ মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে রাজনৈতিক কালার দিয়ে তাদের ভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। তখন তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের ফ্রী স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন, একজন বিচারক জবাব দিহিতার অভাবে অন্যায়ভাব রায় দিয়ে থাকে।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারী সেক্রেটারী আব্দুল কাদের ও দর্শনা থানা সেক্টেটারী মাহবুবুর রহমান টুকু।

গাংনীতে বসুন্ধরা শুভসংঘের বার্ষিক মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার আয়োজনে “কেমন চাই আগামীর বাংলাদেশ?” শীর্ষক আলোচনা ও বার্ষিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় সভায়।

অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ জাকির হোসেন মাস্টার বলেন, একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম বকুল বলেন, ডান-বাম কিংবা বিদেশিদের প্রেসক্রিপশনে নয়, বাংলাদেশকে এখন হাঁটতে হবে নিজের নাক বরাবর বাংলাদেশপন্থী হয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার ও বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা রাশেদ বোরহান বলেন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সাধারণ সম্পাদক নাফিউল ইসলাম তরুণ সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তরুণদের এই বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ। সমাজের সব শুভ কাজে তরুণদের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে কাজ করতে হবে। সেই কাজই করে যাচ্ছে বসুন্ধরা শুভসংঘ।

শীতের বিকেলে গাংনী উপজেলার আব্দুল মজিদ মাস্টার স্টাডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা ও বার্ষিক সভায় প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

একঝাঁক তরুণদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি মাহফুজ রহমান,

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক এস. এম. তারেক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সাংবাদিক জুলফিকার আবির, ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক ফাহাদ হোসেন শিহাব, কার্যকরী সদস্য ইয়াছিন হাবিব, জায়েদ কবির এবং ওয়াহিদুজ্জামান স্বপ্নীল।

নতুন বছরে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখা কীভাবে ভিন্নধর্মী সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং বসুন্ধরা শুভসংঘ ডিজিটাল পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজু আহমেদ বনি।

চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি প্রার্থীর মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা–জীবননগর) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স ভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশের জন্য সঠিক নেতৃত্ব উঠে আসবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের রায়ে নির্বাচিত হতে পারলে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দীর্ঘদিনের অবহেলিত জনপদের সার্বিক উন্নয়নে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সড়ক অবকাঠামো, কৃষি ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, জনগণের সিদ্ধান্তেই চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত হলে তিনি এ আসনকে চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত একটি আদর্শ সংসদীয় আসনে পরিণত করতে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখবেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজিব হাসান কচি, সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি সরদার আল আমিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট মানিক আকবর, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সেলিম, দৈনিক সময়ের সমীকরণ-এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপনসহ জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুরে ইজিবাইক ও অটো চালকদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও যানজট নিরসনে ইজিবাইক, অটো রিক্সা এবং ভ্যান চালক সমিতির নেতৃবৃন্দদের সাথে মতবিনিময় করেছেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ সুপার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকদের সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। সাধারণ মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে এবং প্রাণহানি কমাতে পুলিশ ও চালক সমিতিকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সভায় জেলার ইজিবাইক, অটো রিক্সা ও ভ্যান চালক সমিতির

শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুর নবগত নির্বাহী অফিসারের সাথে মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার নবাগত নির্বাহী অফিসার দিদারুল আলমের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা মিলনায়তনে এসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈশিতা আক্তার, উপজেলা জামায়াতের আমীর বাবুল আক্তার, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের আহবায়ক আমর বিন মারুফ জিতু, জামায়াতের সেক্রেটারী ইদ্রিস আলী, উপজেলা রিপোর্টাস ইউনিটের সভাপতি মখলেছুর রহমান লাড্ডু, প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুস সামাদ, সিনিয়র সাংবাদিক মাহবুব মুর্শেদ শাহীন, ইত্তেফাক প্রতিনিধি শাহানুর আলম, ফলসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. বজলুরর রহমান, কাপাশহাটীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা, ভায়না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা তুষার, জোড়াদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাবু মিয়া, তাহেরহুদা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুনজুর রাশেদ, দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বসির উদ্দীন প্রমূখ। এসময় বক্তারা উপজেলার সমস্যা, বাল্যবিবাহ, মাদকের ভয়াবহতা, চুরি ডাকাতি ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কে তুলে ধরেণ। এছাড়া উপজেলার কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রন, মাদক ও বাল্যবিবাহ রোধসহ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকলের সহযোগীতা কামনা করেণ।